তারিখ ... AUG. 02 1999 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 3 ...
দৈনিক ইনকিলাব

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

নির্বাচন কারো ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না

গত ১৫-৬-৯৯ দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত জনাব খালেদ আবুল ফজলের "সন্ত্রাসীকে লালন করে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়" শিরোনামে লেখাটি পড়লাম। তার লেখা ভালো লাগলো। এমন লেখা উপহার দেয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আওয়ামী লীগ যখন মনে করবে যে, তারা নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে তখনই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।" কথাটি যদি সত্যি হয় তাহলে কি ভাবতে হবে; নির্বাচনটা সরকারী দলের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে? এটা সাংবিধানিক কোন নিয়মের আওতাভুক্ত না? তবে পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনের রীতিটা কেন? কেনইবা আসে '৯০-এর শেষ আর '৯৬-এর প্রথম সরকার হটানোর দিনগুলো? তিনি নাকি আরো বলেছেন "সব সরকারই নীতি গ্রহণ করে"। প্রকাশ্যে এমন কথা কেউ বলেছে মনে পড়ে না। যদি তাই হতো দুই প্রাক্তন কেন প্রবল চাপের মুখে তাদের ক্ষমতা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো? বেসামাল হয়ে বর্তমান সরকার প্রধান এবং বিরোধী প্রধান অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মুখে অন্তত এমন কথা আশা করিনি। তার মনে রাখা উচিত, নির্বাচন নিয়মে আসে কারো ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।

—বেগম শামসুন্নাহার হক চৌধুরী, ৫২৩/১, বাগানবাড়ী, ঢাকা।

মিরপুর গাবতলী বাসস্ট্যান্ড

গত ৫ জুন, ১৯৯৯ ইং 'দৈনিক ইনকিলাবের' চিঠিপত্রের কলামে কয়েকটি চিঠির উপর চোখ বুলাতেই দেওয়ান মোঃ টিপু সুলতান বাবরের লেখা একটি বাস্তবধর্মী গুরুত্বপূর্ণ চিঠি চোখে পড়লো। চিঠির শিরোনাম 'বাস টার্মিনালটি স্থানান্তর করা হোক'।

আমি আশা করি, চিঠিটির সার বক্তব্য ঢাকা তথা দেশের বিভিন্ন বাস টার্মিনাল ভবনগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্য সব টার্মিনাল অপেক্ষা সেখানে যে ব্যাপক দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী আখড়ার ঘাঁটি তা আর জনপ্রাণে নতুন কিছু নয়, কিন্তু [illegible] দুঃখ, পুঞ্জীভূত ব্যথার কথা বলতে গেলে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। টার্মিনালটিতে প্রতিদিন যা ঘটছে তা নারকীয়, অসভ্য, বিচিত্র, বিকৃত, বর্বর ধ্বংসলীলারই একাংশ। যাত্রীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে শেষ করা যাবে না। জানি না কেন প্রশাসন মহল চুপ করে রয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহারকারীকে মানুষ শুধু নয়, আল্লাহ পাকও পছন্দ করেন না। সেখানকার এলাকা কটা কর্দমাক্ত স্থান বা চির অসুন্দর পোড়া একখান কয়লা যা সোনা দিয়ে মুড়িয়ে রাখলেও পরিবর্তন সম্ভব নয়। দেওয়ান মোঃ টিপু সুলতান বাবর টার্মিনালটির আসল চিত্র তুলে ধরেছেন বলে আমি, হাজার হাজার হতভাগ্য বাসযাত্রীর পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিরাট জনস্বার্থে সঙ্গত কারণেই টার্মিনালটি অপসারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

— মোঃ আহসান হাবিব, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।

রংপুরে শিক্ষা বোর্ড চাই

সিলেট ও বরিশালে নতুন দু'টি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। উক্ত দুই প্রশাসনিক বিভাগে দু'টি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হলে দেশে শিক্ষা বোর্ডের সংখ্যা হবে সাতটি। এছাড়াও মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার জন্য আলাদা বোর্ড রয়েছে। দেশের জনসংখ্যা ১২ কোটির অধিক। এতবড় জনসংখ্যার সন্তান-সন্ততিদের জন্য অনেক বেশী শিক্ষা বোর্ডের প্রয়োজন। রাজশাহী বিভাগে মোট ১৬টি জেলা রয়েছে। ১৬টি জেলার ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাত্র একটি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। সিলেটে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের পর সাবেক চট্টগ্রাম বিভাগে বোর্ডের সংখ্যা হবে তিনটি। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের পর সাবেক খুলনা বিভাগে বোর্ডের সংখ্যা হবে দু'টি। অথচ রাজশাহী বিভাগে ১৬টি জেলার জন্য একটি শিক্ষা বোর্ডকে প্রচুর চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। তেঁতুলিয়া, রৌমারী, বুড়িমারী পাটগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরকে আসতে হয় বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজের জন্য। রাজশাহীতে অনেক পয়সা ব্যয় করে রাত কাটাতে হয় পথে। অনুরূপ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের রেজিস্ট্রেশন জটিলতা, মার্কশীট, প্রভিশনাল সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেট অনুবাদ প্রভৃতি কাজের জন্য রাজশাহী এসে বোর্ড অফিসে সময় অতিবাহিত করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসব ছাত্র-ছাত্রীর যাওয়া-আসার ও রাজশাহীতে অবস্থানের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। এত বিশাল এলাকায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক শিক্ষা বোর্ড হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। রংপুর জেলা শহর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হওয়ায় রংপুরে একটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করলে এতবড় জনপদের অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতো।

—মাহবুবুল হক চৌধুরী,
জেনারেল ম্যানেজার,
অগ্রণী ব্যাংক, ঢাকা।

চোলাই মদ বন্ধ করা হোক

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার ডাকাতিয়া গ্রামের অন্তর্গত নয়াপড়া নামক একটি স্থান। এখানে কিছু কিছু বাড়ীতে ১৯৮৫ সাল হতে চোলাই বাংলা মদ তৈরী করা হত এবং এখানকার যৎসামান্য লোকে এ মদ পান করত। ঐ সময় এ মদ রাতে তৈরী করা হত এবং যারা পান করত তারা রাতের বেলায় গোপনে পান করত।

বর্তমানে নয়াপড়ার অনেক বাড়ীতে দিনে ও রাতে সব সময় প্রকাশ্যে মদ তৈরী করা হচ্ছে। এ মদ পান করবার জন্য আসে এলাকার বৃদ্ধ ও যুবক সম্প্রদায় এমন কি মেয়েরাও। যখন বিকেলে মাগরিবের আযান দেয়া হয় তখন মুসল্লীরা যায় নামাজ কায়েম করার জন্য আর মদখোররা যায় মদ পান করবার জন্য।

এভাবে মদ পান করে এলাকার যুবক সম্প্রদায় ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। যাতে করে মদ তৈরী এবং খাওয়া বন্ধ করানো হয় তার সুব্যবস্থা করবার জন্য বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

— মোঃ নুরুল ইসলাম (নুরু)
গ্রাম ও পোঃ ডাকাতিয়া,
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র জীবনের ভিত্তি। উন্নত মানের পাঠদান এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকার দায়িত্ব। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়োগে রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। SSC পাস একজন মহিলার সাথে প্রতিযোগিতা করতে হলে একজন পুরুষকে হতে হবে স্নাতক পাস। তাহলে কি বলবো মেয়েদের SSC পাসের সমান ছেলেদের ডিগ্রী? কেন এ বৈষম্য? SSC পাস একজন মহিলার শিক্ষার মান আর স্নাতক পাস একজন পুরুষের শিক্ষার মানে যে পার্থক্য থাকবে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর এ বৈষম্য যদি চলতে থাকে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যত চেষ্টাই করা হোক তা কখনো সফল হবে না। যেহেতু একই পোস্ট, একই বেতন, সেহেতু উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেন সমান হবে না? সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত শিক্ষার বৈষম্য অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিনীত অনুরোধ ৬০% মহিলা নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঠিক রেখে শিক্ষাগত যোগ্যতা পুরুষ এবং মহিলার সমান নির্ধারণ করে শিক্ষার মান উন্নয়নে আন্তরিক হোন। বলা হয়, মেয়েরা নাকি মায়ের আদর দিয়ে শিশুদের পড়ান। তাহলে আমি বলবো, ছেলেরাও বাবার আদর দিয়ে শিশুদের পড়াতে জানেন।

—মোঃ জাফর আলম
প্রদর্শক, কর্ণফুলী কলেজ, কাপ্তাই

235